রবিবার, ১ বৈশাখ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ১১০

পঞ্চায়েতে নিরঙ্কুশ সাফল্য পাবে তৃণমূল

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী থমকে যাওয়ায়, বর্তমানে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিকদলই মনে করছে যে, স্বাভাবিকভাবে ভোটের দিনও পিছিয়ে যাবে। মনোনয়নপর্বে ঘটে যাওয়া বিক্ষিপ্ত অশান্তির চিত্র হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ানোয় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়ও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলি কী কী সুবিধা পাবে বা আদৌ পূর্বের চিত্র বদলাবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসকদলের সুপ্রিমো পঞ্চায়েতে মনোনয়নপর্ব ঘিরে বিরোধীদের অপপ্রচারে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা মন্ত্রীদের প্রচারে নামতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই অপপ্রচার রুখতে মন্ত্রীদের এলাকায় থেকে এই বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এটা অবশ্যই ভাবনার বিষয় যে, এরাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে যতটা উন্নয়ন হয়েছে, তার সিংহভাগই হয়েছে গ্রামগঞ্জে ও মফস্বলে। তার সুফল সাধারণ মানুষও পেতে শুরু করেছেন। রাস্তাঘাট, পানীয় জল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে বর্তমান সরকার। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কোনও ভাবেই যে বিরোধীদের পছন্দ করবেন না সেটা বলাই বাহুল্য। এমনকি গ্রামে গ্রামে সাধারণমানুষই বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নের খতিয়ান শোনাচ্ছেন। তাই এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

এক কথায় বলতে গেলে কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

"পান খাওয়া, মাছ খাওয়া , তামাক খাওয়া, তেল মাখা এসব তাতে দোষ নাই। এ সব শুধু ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ! গৃহীরা মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করে, ভক্তি লাভ ক'রে মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ, মনে ত্যাগ,দুই-ই করবে।"

(Keshab Chandra Sen and Renuneiation– 'নববিধান' ও নিরাকারবাদ– Dogmatism)

"কেশব সেনকে বলেছিলাম, যে ঘরে জলের জ্বালা আর আচার, তেঁতুল, সেই ঘরে বিকারী রোগী থাকলে কেমন করে ভাল হয়? মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়।"

একজন ভক্ত --মহাশয়, **নববিধান** কি রকম, যেন ডাল খিঁচুরির মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ – কেউ কেউ বলে আধুনিক। আমি ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর কি আর একটা ঈশ্বর? বলে নব বিধান, নূতন বিধান; তা হবে! যেমন ছ'টা দর্শন আছে, ষড়দর্শন, তেমনি আর একটা কিছু হবে।

"তবে নিরাকারবাদীদের ভুল কি জান? ভুল এই তারা বলে তিনি নিরাকার, আর সব মত ভুল ।"

"আমি জানি, তিনি সাকার, নিরাকার দুই-ই, আরও কত কি হতে পারেন। **তিনি সবই হতে পারেন।**

[God in the 'untouchables']

(ঈশাণের প্রতি) --"সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করেছিলাম; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ি! রস্‌কে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা ঐখানে থাক। **মা** দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষটচক্র!"

"সেই আদ্যশক্তি মেয়ে না পুরুষ ? আমি ওদেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়িতে কালীপূজা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে দিয়েছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে মা'র গলায় পৈতে কেন ? যার বাড়ির ঠাকুর, তাকে সে বললে, ভাই! তুই মা'কে ঠিক চিনেছিস্ কিন্তু আমি কিছু জানি না , মা পুরুষ, কি মেয়ে।

দিনপঞ্জিকা

১ বৈশাখ, ভাঃ ২৫ চৈত্র, **১৫ এপ্রিল,** ১ বহাগ, সংবৎ ১৪ বৈশাখ বদি, ২৭ রজব। সূর্যোদয় ঘ ৫ ।২২, সূর্যাস্ত ঘ ৫ ।৫৪। **রবিবার,** চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ৭ ।৫৩ মিঃ। রেবতীনক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৪ ।৬ মিঃ। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ঘ ১ ।১৪ মিঃ। শকুনিকরণ, দিবা ঘ ৭ ।৫৩ গতে চতুস্পাদকরণ, রাত্রি ঘ ৭ ।৩৯ গতে নাগকরণ। **জন্মে**-- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ঘ ৪ ।৬ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে-** একপাদদোষ। **যোগিনী-** পশ্চিমে,দিবা ঘ ৭ ।৫৩ গতে ঈশানে। **বারবেলাদি** ঘ ১০ ।৪ গতে ১ ।১২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১ ।৪ গতে ৩ ।০ মধ্যে। **যাত্রা–** শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৭ ।৫৩ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ (ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ), রাত্রি ঘ ৩ ।৪৭ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ঘ ৪ ।৬ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম-** নাই। **বিবিধ–** অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭ ।৫৩ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **অমাবস্যার নিশিপালন।** সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ। **নববর্ষারম্ভ।**

বাংলা ১৮২৫ সাল আরম্ভ। হালখাতা মহরৎ। নতুন খাতা পূজা। ধ্বজারোপণ। বাংলাদেশে শ্রীশ্রী ঁভগবতী পূজা। শ্রীশ্রীদেবীর দ্যুতিযোগযাত্রা। হুগলীজেলার কোন্নগরে বাসি চড়ক পূজা ও মহামেলা। শেষরাত্রি ঘ ৪ ।৬ গতে **ব্যতীযোগ, গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার ফল।**

মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ঘ ৬ ।০ মধ্যে ও ১২ ।৫১ গতে ১ ।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬ ।৪৪ গতে ৭ ।২৮ মধ্যে ও ১১ ।৫৬ গতে ২ ।৫৫ মধ্যে। **অমৃতযোগ-** দিবা ঘ ৬ ।০ গতে ৯ ।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭ ।২৮ গতে ৮ ।৫৮ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১ বৈশাখ, ভাঃ ২৫ চৈত্র, **১৫ এপ্রিল,** ২৭ রজব ১ বহাগ। উঃ ৫ ।২০, অঃ ৫ ।৫২। **রবিবার,** চতুর্দ্দশী দিঃ ঘঃ ৭ ।৫২, সেহ্‌রী শেষ ৩ ।৫৪, ইফতার ৬ ।০১।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে সাইবার সুরক্ষা

আর. সুব্রহ্মণীকুমার
পর্ব ৩

তথ্য-প্রযুক্তি আইন ২০০০, এবং ২০০৮

তথ্য-প্রযুক্তি আইন, ২০০০ হল ভারতের সাইবার অপরাধ মোকাবিলা ও অনলাইন ব্যবসা বা ই-কমার্স বিষয়ক প্রাথমিক আইন। ২০০৮ সালে এই আইন সংশোধন করা হয়। তথ্য-প্রযুক্তি আইনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিষদে বর্ণনা করা হয়েছে।

➢ ডিজিটাল ও বৈদ্যুতিন সাক্ষর
➢ ই-প্রশাসন
➢ বৈদ্যুতিন রেকর্ড প্রেরণের স্বীকৃতি
➢ সুরক্ষিত বৈদ্যুতিন রেকর্ড ও ডিজিটাল সাক্ষর
➢ শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ামন
➢ বৈদ্যুতিন সাক্ষর শংসাপত্র

বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ এবং তার শাস্তি সম্পর্কে বিশদে জানানো হয়েছে এই আইনের নথিতে। এই আইনে যেসব অপরাধকে সাইবার অপরাধ হিসাবে গন্য করা হয়েছে তাহল ঃ

➢ কম্পিউটারের উৎস নথিতে অনধিকার পরিবর্তন
➢ কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করা
➢ চুরি করা কম্পিউটার বা অন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস কারও থেকে নেওয়া
➢ অন্যের পাসওয়ার্ড ব্যবহার
➢ কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রতারণা
➢ সাইবার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ
➢ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি
➢ নির্দেশ পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন বা গাফিলতি
➢ তথ্য ও ডেটা Decrypt করতে গাফিলতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন
➢ কোন সুরক্ষিত সিস্টেম অ্যাকসেস করার চেষ্টা করা বা তা অ্যাকসেস করা
➢ মিথ্য বা বিভ্রান্তিকর পরিচয় জ্ঞাপন

এবার আসা যাক অনলাইন প্রতারণা সম্পর্কে তথ্য-প্রযুক্তি আইন কী বলা আছে সে প্রসঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের সাইবার প্রতারণার সংজ্ঞা তথা অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে সাইবার প্রতারণার শাস্তি সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানানো হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি আইনে। অনলাইনে ঘটে এমন সবচেয়ে আম ব্যাঙ্কিং প্রতারণা হল ফিশিং (Phisging)।

❖ **ফিশিং :** ফিশিং বলতে বোঝায় ভুল বুঝিয়ে কারও লগ-ইন পাসওয়ার্ড, পিন, ক্রেডিট কার্ড নম্বরের মতো অত্যন্ত গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে কোনও আস্থাভাজন সংস্থার প্রতিনিধির ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রতারক ব্যাক্তি নির্দিষ্ট কোনও ই-মেল, ইন্সট্যান্ট মেসেজ বা টেক্সট মেসেজ খুলে দেখার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফিশিং প্রতারণার ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলি প্রযুক্ত হয়।

✓ ধারা ৬৬ (কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং) ঃ

কোনও ব্যাক্তি যদি জ্ঞানত অন্য ব্যাক্তি বা জনসাধারণের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে কম্পিউটারে থাকা তথ্য নষ্ট করে, মুছে দেয় অথবা পাল্টে দেয়, কিংবা তার উপযোগিতা কমিয়ে দেয়, বা সে কাজ করার চেষ্টা চালায় তাহলে তাকে হ্যাকিং বলা হয়। এই ধারার আওতায় তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা একসাথে দুয়েরই সংস্থান রয়েছে।

✓ ধারা ৬৬ বি (চুরি করা কম্পিউটার বা অন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস নেওয়া) ঃ

কোনও চুরি করা কম্পিউটার কারও কাছ থেকে নিলে বা নিজের কাছে রাখলে এই ধারা তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। শাস্তি, তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং / অথবা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

✓ ধারা ৬৬ সি (অন্যের পাসওয়ার্ড ব্যবহার): কোনও ব্যাক্তি প্রতারণা করে অন্যের পাসওয়ার্ড, ডিজিটাল সাক্ষর বা অন্য কোনও অভিন্ন পরিচয়জ্ঞাপক তথ্য ব্যবহার করলে তার শাস্তি ৩ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা/এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

✓ ধারা ৬৬ ডি (প্রতারণা করে কম্পিউটার ব্যবহার) : কোনও ব্যাক্তি কম্পিউটার বা অন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস ব্যবহার করে অন্যকে প্রতারণা করলে সেই অপরাধের শাস্তি ৩ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা/ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

❖ **ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা :** ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা হল আর এক ধরনের অনলাইন ব্যাঙ্কিং প্রতারণা, যেখানে কোনও গ্রাহকের তথ্য হাতিয়ে নিয়ে (spoofing) অনলাইনে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের প্রতারণার ক্ষেত্রেও তথ্য-প্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় দন্ডবিধিতে প্রতিকার তথা প্রতারকের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের সংস্থান রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি আইনের নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

✓ ধারা ৬৬–কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং।
✓ ধারা ৬৬ সি --অন্যের পাসওয়ার্ড ব্যবহার।
✓ ধারা ৬৬ ডি --কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রতারণা।

এছাড়া ভারতীয় দন্ডবিধির ৪২০ ধারাটিও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। ক্রেডিট কার্ড প্রতারণার সর্বাধিক শাস্তি হল ৭ বছরের কারাদন্ড ও জরিমানা।

তথ্য-প্রযুক্তি আইনে একজন গ্রাহক এইসব সুরক্ষাকবচের সুবিধা তো ভোগ করেনই, এরসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের প্রতিটি ব্যাঙ্ককে সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা আরোও নিশ্ছিদ্র করার নির্দেশ দিয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা

গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার নির্দেশ সম্বলিত, "গ্রাহক সুরক্ষা-অননুমোদিত বৈদ্যুতিন ব্যাঙ্কিং লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সীমিত দায়" শীর্ষক একটি নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

প্রতারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি গ্রাহক সে তথ্য ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দেন, তাহলে তাকে যাতে কোনও দায় বহন করতে না হয়, অথবা নূন্যতম দায় বহন করেই রেহাই পান, তার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ জোর দিচ্ছে।

প্রতারণামূলক লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি ব্যাঙ্কের কোনও মূখ্য ভূমিকা থাকে, অথবা ব্যাঙ্কের তরফে গাফিলতির প্রমাণ মেলে, তাহলে গ্রাহককে কোনও দায় বহন করতে হবে না। ব্যাঙ্কের ভূমিকা বাদে, তৃতীয় কোনও পক্ষ যদি প্রতারণামূলক লেনদেনের ষড়যন্ত্রী হয়, তবে, লেনদেনের খবর জানার পর তিনটি কাজের দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ককে তা জানিয়ে দিলেও গ্রাহকের কোনও দায় থাকে না। যে পরিমাণ অর্থ প্রতারণা করা হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে দশ দিনের মধ্যে জমা করা হয়।

সব গ্রাহককে বাধ্যতা মূলকভাবে টেক্সট মেসেজ সতর্কতা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিটি ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়েছে। ওই মেসেজেই উত্তর দেবার ব্যবস্থা থাকবে যার মাধ্যমে গ্রাহক কোনও প্রতারণামূলক লেনদেনের খবরাখবর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের নজরে আনতে পারবেন।

ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ওয়েবসাইটেও অনুমোদিত লেনদেন জানাবার সংস্থান রাখতে হবে যাতে গ্রাহকদের আভিযোগের নিস্পত্তি সহজে হয়। ফোন ব্যাঙ্কিং, এসএমএস, ই-মেল, কল সেন্টার, ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম, যেকোনও মাধ্যমেই গ্রাহকরা তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তবে গ্রাহকদের গাফিলতিতে প্রতারণার ঘটনা ঘটলে, সেক্ষেত্রে তাকেই পুরো দায়ভার বহন করতে হবে, যতক্ষণ না তিনি ব্যাঙ্ককে এই লেনদেনের খবর জানাচ্ছেন।

তৃতীয় পক্ষের কারণে ক্ষতি হলে, গ্রাহক যদি ব্যাঙ্কের তরফে প্রতারণামূলক লেনদেনের মেসেজ অ্যালার্ট পাওয়ার ৪-৭ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ না করেন, তা হলে ক্ষতির সম্পূর্ণ দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। আর ৪-৭ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করলে অ্যাকাউন্টের ধরণ ও ক্রেডিট কার্ডের উর্ধ্বসীমার উপর নির্ভর করে গ্রাহককে সর্বাধিক ৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত ক্ষতির দায় বহন করতে হবে।

উপসংহার

এইসব ব্যবস্থাপত্র ও হাতিয়ারে বলীয়ান হয়ে আমাদের দেশ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এক সাইবার পরিকাঠামো নির্মাণের দিকে এগোচ্ছে, যেখানে ডিজিটাল লেনদেন নির্ভাবনায় করা যায়। তবে সব সময়ই নতুন নতুন আশঙ্কা থাকায়, সাইবার নিরাপত্তা এই বলয় ক্রমাগত উন্নত করে যেতে হবে। নিরাপত্তা আসলে এক পরিবর্তনশীল ধারণা। ঝুঁকি প্রশমন ও মোকাবিলায় সচেতনতাই মূল হাতিয়ার।

১লা বৈশাখ ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য

অধ্যাপক পীরুপদ মালিক
(চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো' — রবীন্দ্রনাথের এই গান দিয়েই নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে আহ্বান করি। সারা বছরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক আসুক নতুন ১লা বৈশাখ। বাঙালির জীবনে আজকের সূর্য নিয়ে আসুক নতুন বার্তা। আজ পয়লা বৈশাখ। বঙ্গাব্দ ১৪২৫-এর প্রথম দিন। বাংলার মানুষের এবং বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসব, চৈত্রের রুদ্র দিনের শেষে বাংলার ঘরে ঘরে আজ উৎসব। বাঙালির সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক আয়োজন। বাংলার আর এক কবি জীবনানন্দ দাশ এই নতুন বর্ষকে আবাহন করেছেন--- ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে/দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে/প্রভাত রবি উঠল জেগে/ দিব্য পরশ পেয়ে,/নাই গগনে মেঘের ছায়া/যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া/ ভুবন ভরা মুক্ত মায়া/মুগ্ধ হৃদয় চেয়ে। . . . ' হাজারো বছরের ঐতিহ্যের বহমানতায় আজ বাঙালি হারিয়ে যাবে বাঁধভাঙা উল্লাসে। আমরা বাঙালিরা জাতি, ধর্ম, দলমত নির্বিশেষে যেমন উন্মুখ হয়ে থাকি কবে আসবে পয়লা বৈশাখ, তেমনি পাহাড়ে, সমতলে নানা নৃগোষ্ঠী মানুষগুলো বিভিন্ন ভাবনায় পালন করে এই দিনটি। এই দিনটি আমাদের কাছে শুধু উৎসবের দিন নয়, জীবন সংগ্রামে প্রকৃতির রুদ্র রোষের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ের দিন। তাই সকল বাঙালির হয়ে কামনা করি — 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, /অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'।

এবার ইতিহাসে ফেরা যাক, কী করে এই দিনটি আমাদের কাছে এল। তখন মোগল যুগ চলছে, বাঙালিদের থেকে রাজস্ব আদায় করা হত ইসলামিক হিজ্‌রি ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী। হিজ্‌রি ক্যালেণ্ডার চন্দ্রের অবস্থান অনুযায়ী। এই ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ফসল তোলার সময়, রাজস্ব আদায়ের কিছু সমস্যা ছিল। তাই মোগল সম্রাট আকবর ইসলামিক হিজরি ক্যালেণ্ডার ও সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী সৌর-হিন্দু ক্যালেণ্ডার-এর মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটি নতুন ক্যালেণ্ডারের প্রচলন করেন যা 'ফসলি সন' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এর থেকেই বাংলা ক্যালেণ্ডারের সূচনা হয়। চাষবাসে রত জমিনের খাজনা আদায়ের জন্য নির্ধারিত এই দিনটি ক্রমশ বাংলার মানুষের কাছে 'নববর্ষ' বা বর্ষবরণের দিন হিসেবে গণ্য হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে প্রভুদের খুশি করার জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষদের দিন-রাত পরিশ্রম করে চোখের জলে সেচ দিয়ে ফসলের কাল গুণতে হতো। নিজের ঘরে কষ্ট থাকলেও মহাজনদের ফসলি সনের প্রথম দিনে খুশি করতে পারলেই কৃষি জমিতে শ্রম দেওয়া মানুষগুলো কিছুটা স্বস্তিতে থাকত, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ওদের খুশি করতে পারলেই আবার জমি চাষের সুযোগ মিলবে তাদের। এই ভেবেই কষ্ট হলেও বর্ষবরণের খানিকটা তৃপ্তি জোটে।

ঐতিহাসিক সামসুজ্জামান খানের মতে, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথমে 'পুণ্যাহ' উৎসব চালু করেছিলেন রাজস্ব আদায়ের দিন হিসেবে এবং তিনি আকবরের রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে বাংলা ক্যালেণ্ডার শুরু করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখলে আকবরই এর স্রষ্টা। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক মত ব্যক্ত করেছেন যে, বঙ্গাব্দের সূচনা আকবরের শাসনকালের অনেক আগেই সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের আমলে হয়েছিল। কারণ 'বঙ্গাব্দ' শব্দটির ব্যবহার দুটি শিব মন্দিরে লক্ষ করা গেছে। সেই প্রাচীন শিব মন্দির দুটি আকবরের শাসনকালের বহু আগেই বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। সে যাইহোক বাংলা ক্যালেণ্ডারের সূচনা কে কবে করেছিলেন তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত থাকলেও এব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, বসন্তে ফসল তোলার পর এই বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ রাজস্ব আদায়ের সহায়ক হয়েছিল এবং মুর্শিদকুলি খাঁর 'পুণ্যাহ'-ই আজ বাঙালির ১লা বৈশাখ।

ভারত ভাগ হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানিরা অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উপর আঘাত হানে। তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আগলে রাখার আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন, পয়লা বৈশাখ-এর বর্ষবরণ অনুষ্ঠানগুলো জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব তাৎপর্য যোগ করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক প্রথমবারের মতো পয়লা বৈশাখে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। সে বছর পূর্ব-বাংলায় বিপুল উৎসাহে বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তারপর আইয়ুব খান পূর্ব-বাংলায় সামরিক শাসন জারি করে পয়লা বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ করে দেন। তাতে উল্টো ফল হয়েছিল--- বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপনে বিপুল জনজোয়ার জাগে। ১৯৬৭ খ্রিঃ থেকে ঢাকার রমনার বটমূলে শুরু হয় বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে ছায়ানটের প্রভাতী অনুষ্ঠান। ভোরের আলো ফোটার পরেই ছায়ানটের নবীন-প্রবীণ মিলিয়ে শতাধিক শিল্পীর কণ্ঠে গীত হয় রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান --- 'আলোকেরই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও . . .'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ পয়লা বৈশাখকে এক অন্যমাত্রা দান করেছে। এদের আয়োজিত 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। যার সূচনা হয়েছিল ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল এরশাদের স্বৈরাচার ও অগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবার বিপুল অংশগ্রহণের মাধ্যমে। প্রত্যেক বছর চারুকলা অনুষদের আয়োজনে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' পথে নামে, তাতে লক্ষাধিক সাধারণ মানুষ চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। রঙিন আলপনায় সাজিয়ে তোলা হয় ঢাকার রাজপথ। সর্বোপরি ১৪২৩ বঙ্গাব্দে জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেসকো 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'কে 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই সাফল্য অর্জনের জন্য এখন থেকে অর্থাৎ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ থেকে গোটা বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক আয়োজনে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রমনাতে ছায়ানটের অনুষ্ঠান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে থাকবে বিভিন্ন সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঢাকা বাংলা একাডেমির মাঠে শুরু হয় লোক ও কারুশিল্পী সামগ্রীর সম্ভার নিয়ে বৈশাখী মেলা। লাখো প্রাণ বেরিয়ে আসবে ঘর ছেড়ে, নামবে পথে। উচ্ছ্বাসে ভরে যাবে বাংলার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। বিগত বছরের হাসি-কান্নার হিসাব চুকিয়ে শুরু করবে নতুন যাত্রার। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এক সঙ্গে গেয়ে উঠবে — 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো,' গ্রাম থেকে শহর, নগর থেকে বন্দর, আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ সব জায়গায় আজ দোলা দেবে বৈশাখ। মুড়ি-মুড়কি, মণ্ডা-মিঠাইয়ের সঙ্গে নাচে-গানে, ঢাকে-ঢোলে, শোভাযাত্রায় পুরো বাঙালি জাতি বরণ করবে নতুন বছরকে। খোলা হবে হালখাতা, চলবে মিষ্টি মুখ। অনেকে আবার মেতে উঠবেন নগর-সংস্কৃতির দান 'পান্তা-ইলিশ' খাওয়ার উৎসবে। এই পয়লা বৈশাখে বাঙালি সংস্কৃতিতে 'পান্তা-ইলিশ' খাওয়ার প্রচলন প্রথম শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে। বাঙালির ঘরের খাবার এবং নদীর মাছ এখন আর গ্রামের খাবার নেই, চলে গেছে শহরে। এই সময় ইলিশের মরসুম না হওয়ায় গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা ইলিশ কিনতে পারে না। কিন্তু পান্তা ভাত তো এদের ঘরে আছে। এই গরিব খেটে খাওয়া মানুষগুলোও নববর্ষের প্রথম দিনটিকে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্মরণ করে। নতুন জামাকাপড় পরে বা নতুন জামাকাপড় না জুটলে তোলা জামাকাপড় পরেই বৈশাখী মেলায় বেড়িয়ে পড়ে। খুশিতে বাঁশি কিনে বাজায়, নাগরদোলায় চড়ে, ঘুগনি খায়, তালপাতার পাখা কিনে বাড়ি ফেরে। যাই হোক, নববর্ষে আমরা বাঙালি সবাই মিলে প্রার্থনা করি — নতুন বছর উজ্জ্বল হয়ে উঠুক নতুন আলোয়, নতুন আশায়, মানুষ বাঁচুক মানবিক মর্যাদায়।

সম্পাদক সমীপেষু

হাওড়া জেলার এক ফুটবলার : উত্তম ঘোষ

জারা দিয়ে গেল/আজ তাদের মধ্যে কজন সঠিক ভাবে সন্মান পেল ।একদিন অনেক স্বপ্ন নিয়ে ফুটবল খেলতে মাঠে নেমেছিল। সেই ফুটবলকে ভালোবেসে নিজেকে উজার করে দিয়ে কলকাতার ময়দানে। সেদিন এই ফুটবলারের খেলা দেখে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। সেদিন দল বদলের সময় তার কাছে এসে যেত কলকাতার বড়ো দলগুলো। সেদিন তাকে পাবে বলে লাইনও পড়ে যেত। সেদিন মাঠে ছিলেন রাজা। তাই সর্বদা তার কথা আর তার খেলার কথা বারবার এসে যেত। আজ তার অনেকটাই বদল হয়ে গেছে। আজ এই ফুটবলারটাকে আর কেউ মনে রাখতে পারেনি। বললে ভালো হয় মনে রাখা প্রয়োজন বোধ করেনি। এমনই একজন ফুটবলার হাওড়া জেলা থেকেই উঠেছিল। হাওড়া জেলার ফুটবলার হিসাবে বাংলাকে গর্বিত করেছিল। তার পরেও তার খবরটুকু কেউই রাখেনি। আজও তিনি রয়েছেন। আজও কত গল্প করে। সেদিন ময়দানে খেলতে এসে কিভাবে প্রতিযোগিতা করে নিজের জায়গাটা পেয়েছিল। কী ভাবে খেলতে হবে, কোচের নির্দেশে সব দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আজ তাদেরই ডেকে নেওয়া হয়, যাদের বিজ্ঞাপন থাকে নামের পাশে, তারাই বারবার পৌঁছে যেতে পারে মঞ্চের প্রথম সারিতে। এটা বোধ হয় হওয়া ঠিক নয়। যারা কলকাতার ময়দান আলোকিত করে গেছে, তাদেরও সমানভাবে সম্মান দিয়ে কাছে ডেকে নিতে হয়। একটা সময়ে ১১ জন মিলে খেলতে নেমে দলের জয়টাকে যদি এনে দিতো, জয়ের আনন্দ একসাথে সেলিব্রেশন করতো। তবে কেন অবসরের পর সেই সেলিব্রেশনটা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। একাকী সবটাতে হারিয়ে যেতে পারে না। এখানে কোথায় যেন একটা আন্তরিকতার অভাবটা থেকে যায়। যার দরুণ একজন ফুটবলার হারিয়ে যায়। তার মনেতে যে অভিমানটা হয়, সেটা মনটাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। হাওড়া জেলার এমনই এক ফুটবলার যার নাম উত্তম ঘোষ। যিনি কলকাতার গড়ের মাঠে দাপটের সাথে খেলে গেছেন। আজ এই ফুটবলারটির কথা প্রায় হারিয়ে গেছে, শুধু নামের পাশে বিজ্ঞাপন না থাকার দরুণ। শেষে বলি বিজ্ঞাপনেই বাজীমাত করে দেয়/ বিজ্ঞাপন যাদের আছে/ তারাই মঞ্চটাকে সবার আগে পায়।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

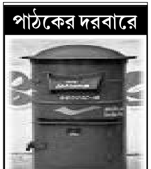

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়